গিলে খাবে, গিলে খাবে, সবাইকে গিলে খাবে

রিলায়েন্স, স্পেন্সার, মোর ইত্যাদির মতই এ রাজ্যে ঘাঁটি গাড়তে উদোগি হয়েছে এখন মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি । নানা নাটক চলছে এ নিয়েও, যথারীতি। রিলায়েন্সের পর মেট্রো। এখানেও নতুন নাটকের কুশীলব সেই বামফ্রন্ট শরিক - ফরওয়ার্ড ব্লক। তবে অন্য শরিকরাও মেট্রোর পক্ষেই দাঁড়িয়েছে । মুখেন মারিতং জগৎ। হৈ চৈ, তর্ক বিতর্ক, বাজার গরম, দর কষাকষি, সাময়িক সবই হল। এরপর, ঘরে বসে নিরালায় চুক্তি। চুপি চুপি, দুয়ে মিলে, আর কেউ নয়। ঠিক হল মঞ্জুর হবে লাইসেন্স। জানানো হল যৌথ বিবৃতি দিয়ে - কিছুতে যেন ওরা খুচরো ব্যবসায় না ঢোকে। অর্থাৎ মদের দোকান দিচ্ছ দাও, কিন্তু মদ বিক্রির লাইসেন্স নিয়ে সাদা জল বিক্রি করা চলছে না, চলবে না। না, সেটাও একেবারে নিষিদ্ধ তা নয়, প্রয়োজনে ছাড় পাবে। এই ধর তোমরা একটা বার খুলে ফেললে, তখন পানীয় হিসেবে কিছুটা জল নিশ্চয় বিক্রি করা যেতে পারে, সেটা তো বাস্তবিক, যুক্তি সম্মত, তাই এতে আপত্তি নেই। কিন্তু স্রেফ জল বিক্রি ? নৈ ব নৈ ব চ ! এই হল মেট্রোর উপরে খুচরো ব্যবসা না করতে দেওয়ার ফর্মান জারী করার সার অর্থ।

খুচরো ব্যবসার লাইসেন্স মেট্রো চায় নি। ওরা সারা বিশ্বে সরাসরি খুচরো ব্যবসা করে না, মূলত পাইকারী ব্যবসা করে। এটাই মেট্রোর বাণিজ্য নীতি। ওরা খুচরো ব্যবসা করবে না এই শর্ত হাস্যকর। চাইলে কারো সাথে গাঁট ছড়া বেঁধে ওরা নামতেই পারে খুচরো ব্যবসায়, যেমন নেমেছে মার্কিন সংস্থা ওয়ালমার্ট বা টেস্কো, তখন কে ধরবে ওদের ? হাস্যকর চুক্তি চাষের প্রশ্নটিও। কেননা, পশ্চিমবঙ্গে ওরা চুক্তিতে ভেড়া প্রতিপালন করাবে, নদী, পুকুরে মাছ ধরবে, দুধ এবং দুধজাত পণ্যের কারবার করবে বলে ঠিক করেছে, তাই মেট্রোকে চাষ করতে দেবো না এই কথাতেও মস্ত ফাঁক। ওরা চুক্তিতে জুতো সেলাই, জামা সেলাই, ফলের রস তৈরী, আচার তৈরী সবই করবে (কী শিল্পায়ন আহ !)। তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু এর বাইরে কিছু নয় ! অর্থাৎ যা মেট্রো করেনা বা এখন করবে বলেনি তার উপরেই যত নিষেধাজ্ঞা ! ওরা ট্রেনের টিকিট বিক্রি করতে পারবে না, পাতাল রেলের কুপন বিক্রি করতে পারবে না, অটো রিক্সা চালাতে পারবে না, এমন শত সহস্র কাজে বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। এই শর্তের মানে কি ? ছেলে ভোলানো গল্প সমস্ত, ভাঁওতা। যেমন ভাঁওতা খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ নয়, ঠিক তেমন। তাই ওদের উপর ভরসা হারিয়ে সাধারণ মানুষ বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে দেশ বিক্রির এই সর্বনাশা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে। শুধু ক্ষুদ্র বা পাইকারী ব্যবসায়ীরা নন, এতে শামিল হয়েছেন নানা পেশার সাথে যুক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ।

মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি একটি জার্মান সংস্থা। ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির মূল ধারণাটাই হল সেলফ সার্ভিস হোলসেল, অর্থাৎ স্বপরিষেবিত পাইকারী দোকান। কড়ি ফেলো, নিজ হাতে মাল তোল, নিয়ে যাও। পাইকারী ব্যবসার এই ধারণাটা প্রথম দিয়েছিলেন জার্মান অধ্যাপক অটো বাইহাইন, যারই ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালে গড়ে ওঠে এই সংস্থা। এককভাবে গড়ে উঠলেও, মেট্রো একে একে মাসসা, মাইস্টার, কাউফহফের মত বিরাট বিরাট সংস্থাগুলিকে গিলতে গিলতে শুরু করে। এই অধিগ্রহণের সুবাদে নিজেদের ওরা পৃথিবীর খুচরো ও পাইকারী পণ্য কারবারীদের মধ্যে এখন তিন নম্বর। এক নম্বর মার্কিন সংস্থা ওয়ালমার্ট, এরপর ফ্রান্সের ক্যাফু তারপরেই ওরা। মেট্রোর ঘাড়ে ঘাড়ে চলছে মার্কিন সংস্থা হোম ডিপো।

১৯৬৮ সালে মেট্রো প্রথম দেশের গন্ডি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে হল্যান্ডে। তারপর নব্বইএর দশকে ওরা ঘাঁটি গাড়ে মধ্যপ্রাচ্যে এবং ওদের নজরে আসে এশিয়া। চীনে মেট্রো প্রবেশ করে ১৯৯৬, আর ভারতে ২০০৩ সালে। এখন মেট্রোর ত্রিশটা দেশে মোট পাঁচশ চুয়াল্লিসটা আউটলেট আছে। চীন, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া ইত্যাদি দেশ মূলত ওদের সোর্সিং হাব - ওদের মূল উৎপাদন কেন্দ্র। শেষ নজর এখন ভারতেও কেননা ফসল বৈচিত্রে ভারত পৃথিবীর এক নম্বরে। মাছ, মাংস উৎপাদনেও তাই। এরপর আছে দুধ, দুগ্ধজাতীয় পণ্য, শাক, সব্জি, ফসল। তাই খুচরো এবং পাইকারী ব্যবসার বৃহৎ পুঁজির একচেটিয়া কারবারীরা এখন একদিকে ভারতের বাজার, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রন জারি করতে উদ্যত। বিশ্ব খাদ্য সংকটের সুযোগ নিয়ে যারা দ্বিগুণ তিনগুণ মুনাফা লুটছে, তারাই নানা কথার ছলে সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদের উপর একচেটিয়া দখলদারি কায়েম করতে চায়। মেট্রোর মোট রাজস্বের শতকরা ৭৮ ভাগ আসে নিজের দেশের বাইরে থেকে। অন্য দেশ থেকে সম্পদ লুন্ঠন করেই ওদের এই আয়। যা আয় ছিল অন্যের সেই আয় মুনাফা হিসেবে চলে গেল ওদের পকেটে। এইভাবে লুট হয়ে যাচ্ছে স্বদেশভূমি, ওরা শোনাচ্ছে উন্নয়ন গাঁথা। চালান হয়ে যাচ্ছে দেশজ আয়, অন্যদিকে পুঁজি নেই, পুঁজি নেই রব তুলে হাপিত্যেস করছে শাসক দলগুলি।

মেট্রোর লক্ষ বড় বড় খদ্দের, পাইকারী বাজার, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্লাব ইত্যাদি। তবে আইনের ফাঁক দিয়ে ওরা খুচরো পণ্য বিক্রি করেনা তা নয়। যেমন অভিযোগ উঠেছে- চিকিৎসক, উকিল, কোম্পানী ম্যানেজার, সফট ওয়ার প্রফেশনাল ইত্যাদি নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিদের ওরা সদস্য কার্ড দিচ্ছে, যারা খুচরো পণ্যের বিক্রেতা নন। এ ছাড়া কার্ডধারী একজন খুচরো ব্যবসায়ী, সঙ্গে একজন 'কম্প্যানিয়ন'কে আনতে পারেন ! এগুলোই হল ফন্দিফিকির। এ সব ওদের রপ্ত। তাই ঐ শর্ত, এটা না ওটা, ও সমস্ত লোক দেখানো। শরিকরা এ সমস্ত জানে না ? তবে এটা মেট্রোর মূল কারবার নয়। তাই এ নিয়ে ওদের

এত মাথা ব্যাথাও নেই। অথচ এটাকেই কি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। আক্রমণটা তো সার্বিক। এতে শামিল ছোট বড় মেজ সবাই। কেউ লাল জামা গায়ে, কেউ নীল জামা গায়ে। কেউ খুচরো পণ্য বিক্রেতা, কেউ পাইকারী পণ্য। তাই, কোন একজন কে খুচরো ব্যবসা না করলে কি যায় আসে ? রিলায়েন্স, টেস্কো,ট্রেন্ট, ওয়ালমার্ট সবাই তো নেমে পরেছে। টাটা, বিড়লা, আম্বানী, মিত্তাল সবাই তো এদের সাথে নানা ফন্দিফিকির করে জুটে গেছে মাছ চাষ, ফল, চাষ, খামার, খাটাল স্থাপন থেকে শুরু করে খুচরো পাইকারি এবং রপ্তানী বাজার ধরার জন্যে। গিলে খাবে ওরা সমস্ত ছোট, পাইকারী, খুচরো ব্যবসায়ীদের। পথে বসাবে ডিস্ট্রিবিউটরদের। শুকিয়ে মরবে দেশের গরিব মানুষের হাটবাজার। নূনতম কুড়ি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আজকে তাই বিপন্ন।

কর্নাটক, অন্ধ্রে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি। পাঞ্জাবেও তাই, ঢুকে গেছে ওরা মহারাষ্ট্রেও। এখন ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যের নানা প্রান্তে বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও মেট্রো বানাচ্ছে নিজস্ব গুদাম ঘর (রিলায়েন্স ও তাই)। আগামী তিন বছরে অন্তত এমন চারটি গুদামঘর হবে। ওরা ব্যাপক বিনিয়োগ করবে চুক্তি নির্ভর সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়। কর্নাটক, অন্ধ্রের মত। পরীক্ষামূলক এই কর্মকান্ডে ইতিমধ্যেই শামিল হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলের মোট ১২,০০০ মেষপালক। এ ছাড়া ইতিমধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মেট্রো ২০০ জনের মত মৎসজীবীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এরা যখন বিরাট বিরাট ট্রলার সহ নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে নামবে, তখন সেকেলে নোকো নিয়ে জাল টেনে অন্য কেউ কিছু পাবে ? ইতিমধ্যে প্রায় ৮০,০০০ হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, ক্যাটারার এবং ছোট ব্যবসায়ীদের পণ্যের জোগান দেবে বলে ঠিক করে ফেলেছে মেট্রো। দিনে দিনে সংখ্যাটা বাড়বে।

এই সংস্থার আন্তর্জাতিক ব্যবসার ভাইস প্রেসিডেন্ট হেনরি বির জানিয়েছেন কোম্পানি শুধু কলকাতাতেই চারটি কেন্দ্র খুলবে। এবং উনি বলছেন ভারত থেকে চীনের সমান পরিমান কৃষিপণ্য ওরা রপ্তানী করতে পারবে এই আশা। অর্থাৎ যে জমিতে চাষাবাদ করে নিজের এবং দেশের মানুষের জন্যে ফসল ফলাতেন কৃষকরা, তারাই এখন দাদন প্রথায় চাষাবাদ করে বিদেশে কৃষি পণ্য রপ্তানী করবে (দৈনিক স্ট্যাটসম্যান, ২৭/০৯/০৮)। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত পণ্য ওদের সর্বোচ্চ মুনাফা এনে দেবে তাই চাষ করাতে সচেষ্ট হবে ওরা। দেখা যাবে যে জমিতে ফলতো সোনার ধান, সেখানে ফলাবে আফিম। চালের জায়গা নেবে অন্য কিছু।

এ এক অন্য অধিগ্রহন, অন্য উচ্ছেদ। এ এক নতুন উৎপাদন বন্টন ও বাজার ব্যবস্থা, যার সাথে বর্ত্তমান ব্যবস্থার কোন তুলনাই চলে না। ফিরে আসছে সেই নীল চাষের মত ইতিহাসের দাদন প্রথা। নিজ ভূমে পরাধীন হতে চলেছে অগুণতি মানুষ। দেশ আরেকটা দুর্ভিক্ষের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, নিঃশব্দে আড়ালে। এতদিন জমি নেওয়া হচ্ছিল শিল্পায়নের নামে, দেখা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রগুলোর উপরে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলির দখলদারি হতে চলেছে আরও বেশী তীব্র। এটা লক্ষ্যণীয় যে বহু দূর্বলতা, বহু ত্রুটি থাকা সত্বেও কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই কৃষি বন্টন ব্যবস্থাটা সাধারণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। তার আধুনিকিকরণ সবাই চাইবেন। কিন্তু উন্নয়নের নামে দখলদারি কায়েম করার বিরুদ্ধে মানুষ সরব হবেন এবং হচ্ছেন। তাই যারা বঙ্গদেশে এই নীলকর সাহেবদের ডেকে আনছেন, ইতিহাস কিন্তু তাদের ক্ষমা করবে না। যেমন ক্ষমা করবে না তাদেরও যারা এই লুন্ঠনের বিরুদ্ধে নিরব থাকছেন।

তাই আসুন এই একচেটিয়া আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, দেশজ কৃষি, শিল্প ও বাজার ব্যবস্থার রক্ষা, উন্নতি এবং বিকাশের স্বার্থে আমরা গড়ে তুলি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। আমরা চাই ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী স্বনির্ভর কৃষিব্যবস্থা, স্বপ্রযুক্তিতে শিল্প, স্বাধীন আভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশ। সেই সাথে আমাদের দাবি স্পেন্সার, মোর, রিলায়েন্স ফ্রেশ, মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড কারী সহ সমস্ত একচেটিয়া কারবারীদের লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। দেশজ বাজার ও বন্টন ব্যবস্থাকে সরকারী উদ্যোগে অবিলম্বে দক্ষতর করে তোলার জন্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ সমস্ত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক মানুষের খোলা মঞ্চ।

নভেম্বরের কেন্দ্রীয় কর্মসূচী

প্রতিবাদ সমাবেশ (মেট্রো চ্যানেল) ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

জমায়েতঃ ১০ই নভেম্বর বেলা ১টা, ওয়েলিংটন স্কোয়ার।

একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চের পক্ষে অভী দত্ত মজুমদার কর্তৃক ২৯ এ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা- ৪ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগঃ ৯৮ ৩১১ ২৫২০২, ৯৪৩৩১ ৩৫৫২৩, ৯৮৩০৬ ৬৫৯৯৪